দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে
আমার রমাদান
আপণ সাথী আল কুর’আন।

Sisters’Forum In Islam.com

কুর’আন মাজীদঃ ১ম পারা
মোট রুকুঃ ১ + ১৬
সূরা সমূহঃ ফাতিহাঃ ১রুকু
বাক্বারাঃ (১-১৬)রুকু

সূরা ফাতিহা

নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন ____ এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

Sisters'Forum In Islam.com

সূরা ফাতিহা (১ রুকু) (১-৭ আয়াত) মক্কী সূরা

আল্লাহর নাম সমূহঃ

الرَّحْمٰنِ----দুনিয়াতে তাঁর রহমত ব্যাপক; কাফের ও মু'মিন সকলেই উপকৃত।

لرَّحِيْمِ-----আখেরাতে কেবল 'রাহীম' তাঁর মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট।

مٰلِكِ----- মালিক, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী,বিচার দিনের মালিক

Sisters'Forum In Islam.com

শব্দার্থঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه---------সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য

صِرَاط---------পথ, اهدِ--------(হিদায়াত/পথ প্রদর্শন)

لْمُسْتَقِيْمَ —সহজ সরল, مَغْضُوْب—অভিশপ্ত, الضَّآلِّيْن-পথভ্রষ্ট

মুমিনের ওয়াদাঃ আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

মুমিনের প্রার্থনাঃ **আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দান করো। তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দিয়েছেন, যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।**

করনীয়ঃ

- জীবনের সকল প্রাপ্তির জন্য অন্তর থেকে মুখে বলা আলহামদুলিল্লাহ।
- প্রতি কাজে রবের দাসত্ব ও তাঁরই সাহায্য কামনা ও নির্ভর করা।
- অভিশপ্ত পথ ও ভ্রষ্ট পথ থেকে দূরে সরে থাকা।

সূরা বাকারা

নামকরণঃ

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয় । আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়স্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে

বিষয়বস্তু

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

১। হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায় আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরতের পরে মদিনায় ইহুদিরা যারা তাওহীদ, রিসালাত, অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। কিন্তু লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিস্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ —সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্মজীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।এমন কি তারা নিজেদের আসল ‘মুসলিম’ নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক ‘ইহুদি’ নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

২। মদীনায় পৌছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দ্বীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো, তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন।

৩। হিজরতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো, তারা নিজেদের জায়গায় দ্বীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরতের পরে এ বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখন্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট্ট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর।

এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইসলামের বিধান প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টিকে এমনভাবে প্রমাণ করা যেনো কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে।

তিন, মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার কারণে অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা, চতুর্দিক থেকে বিপদ ঘিরে নিয়েছিল। এ অবস্থায় যেন ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সামান্যতম দ্বিধা না রেখে অবস্থার মোকাবিলা করার প্রয়োজন।

চার, দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার যে কোন সশস্ত্র আক্রমণ পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া না করে মোকাবিলা করার প্রস্তুত হতে হবে।

পাঁচ, এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে, যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

৪। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠীঃ **৪ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠির আত্মপ্রকাশঃ**

-- একটি গোষ্ঠীঃ ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো।

-- দ্বিতীয় গোষ্ঠীঃ চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো

---তৃতীয় গোষ্ঠীঃ এমন ধরনের মুনাফিক যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

--- চতুর্থ গোষ্ঠীঃ এমন সব লোক যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার–আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাঃ ১ম রুকু (১-৭)আয়াত

মুত্তাকীদের হিদায়াতঃ এই আল কুর'আন যেখানে কোন সন্দেহ নেই।

মুত্তাকীদের গুনাবলীঃ

* যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে
* সালাত কায়েম করে
* মহান আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করে।
* ঈমান আনে আল কুর'আন এবং পূর্বে নাযিলকৃত কিতাব সমূহে।
* আর যারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী।
* মুত্তাকীরাই রব-এর নির্দেশিত হেদায়াতের পথে থেকে সফলকাম।

* কাফেরদের উপর সীল মেরে দেয়া হয়েছে দৃষ্টি অন্তর শ্রবন শক্তির উপর।
* কাফেরদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

Sisters'Forum In Islam.com

সূরা বাকারাঃ ২য় রুকু (৮-২০)আয়াত

Sisters'Forum In Islam.com

মুনাফিকদের চরিত্রঃ

* মুখে বলে ঈমান এনেছি কিন্তু অন্তরে ইমান নাই, তারা মুমিন নয়।
* আল্লাহ ও মুমিনদের প্রতারিত করে মুলত নিজেদের প্রতারিত করে।
* মুনাফেকী একটি অন্তরের রোগ, তাদের কাজ কর্মের কারনে এই রোগ আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন।
* তারা মিথ্যাবাদী
* নিজেদের সংশোধনকারী মনে করে, মূলত ফাসাদকারী এরাই।
* ইমান আনতে বললে এরা বলে, নির্বোধ লোকদের মত ইমান আনবো না। ইমানদারদের নির্বোধ মনে করে।
* ইমানদারদের সাথে মিলিত হলে একরকম,শয়তানদের সাথে মিলে বলে, ইমানদারদের উপহাস করি।
* এরা ভ্রান্ত পথ কিনেছে,হিদায়াত প্রাপ্ত নয়,সফল নয়।
* আল্লাহ তাদের অবকাশ দিচ্ছেন অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে।

করনীয়ঃ মুনাফেকী চরিত্র থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা ও মুনাফিকদের থেকে সতর্ক থাকা।

সূরা বাকারাঃ ৩য় রুকু (২১-২৯)আয়াত

এই রুকুতে সরাসরি সাধারন সকল মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেনঃ

* তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করলেই তাকওয়ার অধিকারী হওয়া যাবে নতুবা নয়।

আল্লাহর নিদর্শন সমূহঃ

যমীনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন
প্রানহীন থেকে জীবন দিয়েছেন, যমীনের সকল কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন রব।
সাতটি আকাশকে সুবিন্যস্থ করেছেন।

মহান আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেনঃ এই রকম একটি সুরা বানাও যদি পারো।মানুষ ও পাথর হবে ইন্ধন সেই আগুন থেকে বাঁচার আহবান আল্লাহ করেছেন

জান্নাতীদের চরিত্রঃ ঈমান আনা ও নেক আমল করা

জান্নাতের বর্ননাঃ স্থায়ী বাসস্থান, তলদেশে নহর, পবিত্র সংগীনি, ফল-মূল(দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ)
মহান আল্লাহ উপমা দেন মুমিনদের জন্য কল্যান, হিদায়াত কিন্তু ফাসিকদের জন্য বিভ্রান্তি।

ক্ষতিগ্রস্থ কারাঃ

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে,
আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে
এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।
আল্লাহর নাম সমূহঃ - عَلِيْم সব কিছু অবগত

Sisters'Forum In Islam.com

সূরা বাকারাঃ ৪র্থ রুকু (৩০-৩৯)আয়াত

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন।
হামদ তাসবী ও পবিত্রতা ঘোষনা ফেরেশতাদের মূল কাজ

আদম এর শ্রেষ্ঠত্বঃ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়েছেন।

ইবলিসের চরিত্রঃ অবাধ্যতা, অহংকার ও কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত।

আদমের সংগী হাওয়া কে সৃষ্টির পদ্ধতি উল্লেখ না করেই দুজনের জান্নাতে অবস্থানের নির্দেশনা।

মহান আল্লাহর প্রথম নিষেধবানীঃ একটি গাছের কাছে না যাওয়া, অবাধ্য হলে পরিনতি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

শয়তানের কাজঃ পদস্খলন করানো

প্রথম তাওবার বানী শেখালেন আল্লাহঃ বানীটি এখানে উল্লেখ হয় নি।

দুনিয়ায় প্রথম অবতরনঃ দুই পক্ষ-মানবদ্বয় ও ইবলিস(শত্রু)

দুনিয়ায় অবস্থানের ধরনঃ কিছুদিনের জন্য বসবাস ও জীবিকা লাভ

দুনিয়ার জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় লাভঃ হিদায়াত

হিদায়াতঃ জীবন চলার গাইড

১। এর অনুসরনে গ্রুপঃ কোন ভয় বা চিন্তা নেই

২। এর অস্বীকার ও মিথ্যারোপকারীদের পরিনতিঃ স্থায়ী জাহান্নাম

Sisters'Forum In Islam.com

আল্লাহর নাম সমূহঃ

প্রজ্ঞাময়' -اَلْحَكِيْمُ اَلْعَلِيْمসর্বজ্ঞ' -التَّوَّابতাওবা কবুলকারী, – لرَّحِيْمপরম দয়ালু

করনীয়ঃ

১।প্রতিনিধির দায়িত্ব বুঝা ও পালন করা।

২।শয়তানকে শত্রু হিসেবে চেনা ও দূরে অবস্থান ও প্রতিহত করা।

৩।ভুল হলে তাওবা করা।

সূরা বাকারাঃ ৫ম রুকু (৪০-৪৬)আয়াত

বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলা----

১। আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অংগীকার পূরনের আদেশ। বিনিময়ে আল্লাহও অংগিকার পূর্ণ করে দিবেন।

২। শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করার আদেশ।

৩। কুর'আনের প্রতি ইমান আনার আদেশ (তাদের তাওরাত এর সত্যতাকারী)

৪। আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না, অস্বীকারকারী হইনা।

৫। তাকওয়া অবলম্বন, সত্য কে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করা, সত্য গোপন না করা

৬। তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ কর।

৭। কিতাব অধ্যয়ন করেও অন্যকে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজেরা অনুসরন করে না।

সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনাকারীর বৈশিষ্ট্যঃ

- বিনয়ী
- আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া বিশ্বাসী

করনীয়ঃ

- নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় ও অংগীকার পূরনে সচেতন
- তাকওয়া, সত্যবাদী, সত্য সাক্ষীদানকারী, কুর'আনের কথাকে স্বার্থে বিক্রি না করা
- সালাত,যাকাত ও জামা'আত বদ্ধ, কথা কাজ ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যতা রক্ষা
- বিনয়ী হওয়া ও আখেরাতের বিশ্বাস দৃঢ় থাকা

সূরা বাকারাঃ ৬ষ্ঠ রুকু (৪৭--৫৯)আয়াত

বনী ইসরাইলকে স্মরন করিয়ে দেয়া হচ্ছে-

১। বনী ইসরাইলের নিয়ামত-তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান অন্য সকল সৃষ্ঠির উপর।
২। হাসরের মাঠের চিত্রঃ কেউ কারো কাজে আসবে না, সুপারিশ গ্রহন করা হবে না, কারো বিনিময় গ্রহন বা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।
৩। ফেরাউনের নির্যাতন থেকে মুক্তি দান ও তাদের ধ্বংস(সাগরডুবি)
৪। মুসা আ ৪০দিনের জন্য আল্লাহর সাথে সাক্ষাত
৫। বনী ইসরাইল জাতি গো পুজায় লিপ্ত হয়ে যালিমে পরিনত
৬। আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন কৃতজ্ঞ হওয়ার আহবান
৭। মূসা আ কে ফুরকান প্রদান যা হিদায়াতের জন্য।
৮। আল্লাহর কাছে তাওবা করা ব্যক্তির জন্যই কল্যানকর।
৯। মৃত্যর পর আবার জীবিত করা, মান্না ও সালওয়া দান

মুহসিনিনঃ যিনি ইহসান করেন, সুন্দর করে ভালো কল্যান কাজ করে। তাদের জন্য রিযিক বাড়িয়ে দেয়ার কথা যদি ক্ষমা প্রার্থনা সহকারে বিনয়াবনত থাকে।

যালিমঃ যারা অবাধ্য আচরন করে, তাদের আকাশ থেকে শাস্তি(প্লেগ বা মহামারি) প্রদান।

আল্লাহর নামসমূহঃ - التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু

- بَارِئُ সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী (নির্মাণকারী, পরিকল্পনাকারী, সৃষ্টিকারী)

করনীয়ঃ সকল নিয়ামত স্মরন করে কৃতজ্ঞ থাকা,মুহসিনিন হওয়া,ক্ষমা প্রার্থনাকারী হওয়া।

সূরা বাকারাঃ ৭ম রুকু (৬০--৬১)আয়াত

১। বারোটি পানির(প্রশ্রবনের ব্যবস্থা)

২। ফাসাদ করতে নিষেধ।

৩। জান্নাতী খাবারে সন্তুষ্ট না থেকে অন্য খাবার দাবী(পিঁয়াজ---)

লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য আপতিত হলো এবং আল্লাহর গযবের শিকার কারনঃ

আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার

নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা

অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করা

সূরা বাকারাঃ ৮ম রুকু (৬২--৭১)আয়াত

১। পুরস্কার লাভ,ভয় ও চিন্তামুক্ত জীবনা লাভ এর শর্তঃ

* ঈমান আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি
* আমলে সালেহ করা

২। তুর পর্বত উত্তোলনের ঘটনা।

৩। কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে ধারন, স্মরন রাখা ও তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ

৪। শনিবারের ঘটনাঃ অন্যায়কারী ও অন্যায়ে বাধা না দানকারীর পরিনতি শাস্তি
অন্যায়ে বাধাদানকারী লোকেরা আযাব থেকে মুক্ত।

৫। এই ঘটনা মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ ও অন্যায়কারীদের জন্য শিক্ষা।

৬। গাভী যবাই করার ঘটনা

করনীয়ঃ

* ঈমান ও আমলে সালেহ করা
* কিতাবকে স্মরন রাখা ও শক্তভাবে অটল থাকা,তাকওয়া অবলম্বন।
* অন্যায় কাজে বাধা দান করা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা

সূরা বাকারাঃ ৯ম রুকু (৭২--৮২)আয়াত

১। বনী ইসরাইল জাতিতে এক ব্যক্তি খুন হওয়া ও তার সনাক্তকারী বের করার ঘটনার মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার নিদর্শন বুঝানো।

২। অন্তরের উপমা দিয়ে উদাহরনঃ পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছেঃ

(ক) পাথর থেকে বেশী পানি প্বসরণ,

(খ) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা।

(গ) নীচে গড়িয়ে পড়া(আল্লাহর ভয়ে)

৩। ইয়াহুদীদের তিন শ্রেণী উল্লেখঃ

এক শ্রেণী হচ্ছে, আলেম সম্প্রদায়-আল্লাহর কালাম বিকৃত করা।

২য় শ্রেনী হচ্ছে মুনাফিক- মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পেশ করে।

৩য় শ্রেণী হচ্ছে, জাহেল মূর্খ গোষ্ঠী,পড়ালেখা জানে না। অমূলক ধারনা ও আশা করে। কেবল অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। [ইবনে কাসীর]

৪। কিতাব বিকৃতকারীদের জন্য ধবংস।(ওয়াইল জাহান্নাম)

জাহান্নামের নামঃ وَيْلٌ ওয়াইল' জাহান্নামের এক উপত্যকা যার গভীরতা এত বেশী যে, একজন কাফেরকে তার তলদেশে পড়তে চল্লিশ বছর সময় লাগবে! (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিববান, হাকেম, ফাতহুল ক্বাদীর)

৫। তাদের ধারনা ও বলে যে মাত্র কয়েকটি দিন জাহান্নাম তারপরেতো জান্নাতে যাবোই, যা অমূলক চিন্তা। কারন যে ইমান আনবে ও আমলে সালেহ করবে সে চিরস্থায়ী জান্নাত এবং যে পাপ করবে স্থায়ী জাহান্নাম।

করনীয়ঃ নিজ অন্তরের অবস্থা উপমার সাথে মিলিয়ে সঠিক করা,
মুনাফেকী চরিত্র থেকে সাবধান ও পরিচ্ছন্ন হওয়া
মূর্খ ও অন্ধ অনুসরন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন
ইমান ও আমল জান্নাতের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

Sisters'Forum In Islam.com

সূরা বাকারাঃ ১০ম রুকু (৮৩--৮৬)আয়াত

১। বনী ইস্রাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকারঃ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবে না,

মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে,

নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে।

একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে না,

তা স্বীকার করেছিলে,আর তার সাক্ষ্য দিচ্ছ।

২। পরিপূর্নভাবে কিতাব মানে না কারাঃ

যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে

৩। পরিপূর্নভাবে কিতাব না মানলে পরিনতিঃ

দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং

কেয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে

শাস্তি কিছুমাত্র কমানো হবে না ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

করনীয়ঃ ইমান, সকলের সাথে সদব্যবহার, পরিপূর্নভাবে কিতাব অনুসরন করা

সূরা বাকারাঃ ১১তম রুকু (৮৭--৯৬)আয়াত

১ ইসা আ ও তাঁকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা বলা হয়েছে।.

২'রূহুল কুদুস' জিবরাইল আ কে বলা হয়েছে।

৩। অস্বীকারকারিদের চরিত্রঃ (বিধান পছন্দ হয়নি বলে)

* মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অহংকার করা, হত্যা করা
* সত্য প্রত্যাখ্যান করার কারনে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন।
* ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে কারন সত্য জানা বুঝা ও চেনার পর হিংসা জিদের কারনে অস্বীকার করেছে

৪। মুসা আ এর অনুসারীদের অন্তরে পূজার ইচ্ছে এসেছে কারন-

* আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা(শুন ও দৃঢ়ভাবে ইস্তিকামাত থাকো)
* সত্য অস্বীকার করা ও না মানা(তারা বলে আমরা শুনলাম ও মানলাম না)
* জীবনের প্রতি এদের বেশী ভালোবাসা
* দীর্ঘায়ু তাদের আকাঙ্ক্ষা

করনীয়ঃ সাহাবাদের মতো বলা আমরা শুনলাম ও মানলাম।

সূরা বাকারাঃ ১২তম রুকু (৯৭--১০৩)আয়াত

১। ইহুদীরা জিবরাইল আ কে শত্রু ভাবার কারন
ওহী নিয়ে রাসূল সা এর কাছে অবতরন যা পূর্ববর্তী কিতাবেরও সত্যায়ণকারী এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ
২। মহান আল্লাহ কাফেরদের শত্রু যারা আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার রাসূলগণ এবং জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে
৩। ফাসিকরা আল্লাহর কালাম অস্বীকার করে
৪। সুলায়মান আ ও যাদুবিদ্যার কথা উল্লেখ।
৫। যাদু সম্পূর্নভাবে নিষেধ তারা জানতো,তারপরেও অবাধ্য হয়েছিলো।
৬। ইমান ও তাকওয়া অবলম্বনে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াব ও কল্যান লাভ।
৭। হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার নাম জানা যায়।

করনীয়ঃ যাদু সংক্রান্ত সকল কিছু থেকে দূরে থাকা

সূরা বাকারাঃ ১৩তম রুকু (১০৪--১১২)আয়াত

১। رَاعِنَا বা ‘রা’এনা’ শব্দটি আরবী ভাষায় নির্দেশসূচক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন’। তারা বলত, ‘ رَاعِيْنَا রায়ীনা’ (আমাদের রাখাল) অথবা ‘ رَاعِنَا রায়েনা’ (নির্বোধ)।
اُنْظُرْنَا বলো আমাদের খেয়াল করুন

২। কাফের ও মুশরিকরা কখনোই ইমানদারদের কল্যান চায় না। তারা তাদের পথে ফিরাতে চায়।

৩। কোন আয়াত আল্লাহ রহিত করলে তার থেকে উত্তম আয়াত নাযিল করে থাকেন। হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে ‘নস্‌খ’ বলা হয়।

৪। আল্লাহর পরিচয়ঃ সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর, তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও অভিভাবক

৫। ইমানকে কুফর দিয়ে পরিবর্তন পথ হারাকেই বুঝায়

৬। সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, কল্যান কাজ করা যার বিনিময় অবশ্যই আল্লাহ দিবেন। মুশরিক কাফেরদের ব্যপারে ধৈর্য ও উপেক্ষার পথ অবলম্বন করা।

৭। পূর্ণ আত্মসমর্পনকারী ও আমলে সালেহকারী জান্নাতে স্থায়ী থাকবে, চিন্তা ভয় নেই।

৮। হাসরের মাঠে সকল বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে।

আল্লাহর নামঃ – قَدِيْر ক্ষমতাবান - بَصِيْر সম্যক দ্রষ্টা।

করনীয়ঃ শব্দ উচ্চারনে সচেতন থাকা যেনো অর্থের বিকৃতি না হয়।
কাফের মুশরিক থেকেও সচেতন থাকা।সবর নেয়া।
পূর্ন আত্মসমর্পনকারী হয়ে আমলে সালেহ করা।
আয়াত সমূহের প্রতি জ্ঞান রাখা কোনটি রহিত হয়েছে ও গৃহিত আছে।

সূরা বাকারাঃ ১৪তম রুকু (১১৩--১২১)আয়াত

১। বায়তুল-মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে-নববীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত।

২। উক্ত যুলুমকারীদের জন্য দুনিয়াতে জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

৩। আল্লাহর পরিচয়ঃ তিনি শিরক থেকে মুক্ত। তিনি পবিত্র, আসমান যমীনের মালিক।
كُنْ فَيَكُوْنُ বললেই তা হয়ে যায়।

৪। রাসূল সা এর পরিচয়ঃ সত্যসহ সুসংবাদদাতা সতর্ককারীরূপে (بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا)

৫। ইহুদী নাসারারা কখনোই খুশী হবে না যতক্ষন তাদের পথে না যাবে।

৬। আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত।

রাসূল সা কেও জানিয়েছেন- ইহুদী নাসারাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ জ্ঞান আসার পরও করলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীও থাকবে না।

৭। কিতাব যথাযথ তেলাওয়াত করতে হবে।

আল্লাহর নামঃ وَاسِعٌ সর্বব্যাপী -عَلِيْمٌসর্বজ্ঞ – بَدِيْع উদ্ভাবনকর্তা

সূরা বাকারাঃ ১৫তম রুকু (১২২--১২৯)আয়াত

বনী ইসরাইলদের নিয়ামতের কথা বলে জানানো হচ্ছে—

১। আখেরাতের কথা স্মরনঃ তাকওয়া অবলম্বন কর

যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

২। ইবরাহীম আ এর কথা এসেছেঃ তাঁকে পরীক্ষা দেয়া হয়েছিলো, তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন আল্লাহ জানিয়েছেন।

৩। ইবরাহীম আ কে ইমাম বানানো হয়, বংশধরদের মাঝেও ওয়াদা তবে যালিম ব্যতিত।

৪। কাবাঘর পরিচিতিঃ

* মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল।
* মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ ।
* তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য (পবিত্র রাখার নির্দেশ)
* ইবরাহীম ও ইসমাইল আ ভিত্তি স্থাপন করেন।

৫। আল্লাহ যারা কুফরি করবে তাদেরকেও জীবন উপকরন দিবেন কিন্তু আখেরাতে শাস্তি।

বাকারাঃ ১৫তম রুকুতে উল্লেখ দু’আঃ

Sisters’Forum In Islam.com

৬। ইবরাহীম আ দু’আ করেনঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন।(১২৬)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।১২৭

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

‘হে আমাদের রব। আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আর আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই বেশী তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ১২৮

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। ১২৯

সূরা বাকারাঃ ১৬তম রুকু (১৩০--১৪১)আয়াত

১। ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরনের আহবান।

২। দুনিয়াতে তাকে (ইবরাহীম আ) আমরা মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম। পুর্ন সমর্পন করে দিয়েছিলেন আল্লাহর আহবানে।

৩। ইবরাহীম ও ইয়াকুব আ তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও না।

৪। যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। আর তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।

৫। উম্মতে মুহাম্মদীকে বলার আহবানঃ

একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করব এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল হয়েছে।

আমরা কোন রাসূলদের মধ্যে তারতম্য করি না

আমরা তারই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহর রং এ রঞ্জিত হও। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে বেশী সুন্দর? আর আমরা তারই ইবাদতকারী।

তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব! আমাদের জন্য আমাদের আমল। আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল, এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ।

৫। ইহুদী নাসারা যারা ইমান আনে নি তাদের বিপক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৬। আল্লাহর সাক্ষী গোপন করে তারা যালিম।

Sisters'Forum In Islam.com

আল্লাহর নামঃ السَّمِيْعُ সর্বশ্রোতা

আলহামদুলিল্লাহ!

Sisters’Forum In Islam.com

১ম পারা সমাপ্ত